R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD— 4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টিল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৭শ বর্ষ
২৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২২শে কার্তিক, বুধবার, ১৪০৭ সাল।
৮ই নভেম্বর, ২০০০ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

মোরগ্রাম, আহিরণ, জঙ্গিপুর ও অর্জুনপুরে নতুন থানা করার সুপারিশ জেলা পুলিশের

নিজস্ব সংবাদদাতা : মহকুমার মোরগ্রাম, আহিরণ, জঙ্গিপুর, অর্জুনপুরসহ ১২টি জায়গায় নতুন থানা স্থাপন এবং ফারাক্কা ও ডোমকলের জন্য দু'জন অতিরিক্ত এস, পি নিয়োগের সুপারিশ করেছে মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ। ১৯৮৮ তে কাটরা মসজিদে নমাজের সময় ২৮ জনের মৃত্যুর পর জেলা পুলিশি ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য যে তদন্ত কমিশন তৈরী হয়েছিল তারই সুপারিশে জেলা পুলিশি ব্যবস্থাকে নতুন করে সাজানোর জন্য এই সুপারিশ করা হয়েছে। জেলাতে আরও অতিরিক্ত সংখ্যক পুলিশ নিয়োগের সুপারিশ করে এই কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে রাজ্যের অন্য জেলার তুলনায় এখানে অপরাধ প্রবণতা বেশী। প্রতি মাসে জেলায় গড়ে ২৫টি খুনের ঘটনা ঘটে যার অন্যতম কারণ জমিজমা ও পরিবার সংক্রান্ত বিবাদ। এছাড়া গুপ্তচর সংস্থা (শেষ পৃষ্ঠায়)

বন্যা ও রোগ পোকায় এবার আমন ধান মার খেল

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের বন্যা কবলিত এলাকায় আমন ধান চাষ এবার সম্পূর্ণভাবে মার খেয়েছে। এ ছাড়া যে সব এলাকায় বন্যা হয়নি সে সব জায়গার জমিতে ভয়াবহ রোগ পোকা দেখা দিয়েছে। ধান গাছের পাতা লাল হয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। মনিগ্রাম, বোখারা, বন্যেশ্বর এলাকার চাষীরা এবার ধানই পাবেন না বলে আশংকা প্রকাশ করেন। অনেক চাষীর ক্ষোভ, মহকুমা কৃষি দপ্তর থেকে আমন ধান রোয়ার আগে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিলে এভাবে ধান গাছে রোগ পোকা দেখা দিত না। চাষীরা আরো জানান, গত বছর রবি শস্য পাকার সময় বৃষ্টি হওয়ায় ডাল শস্য ও গম চাষ মার খায়। আগামী রবি মরশুমে সরকার থেকে বিলি করা মিনিকীট যাতে প্রকৃত চাষীরা পান, বিলি বন্টনে রাজনীতি না হয় সে ব্যাপারে ভুক্তভোগী চাষীরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

ত্রাণ নিয়ে লোংরা রাজনীতি বন্ধে ও বাঁশলই নদীতে বাঁধের দাবীতে কংগ্রেসের বিক্ষোভ সমাবেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২ নভেম্বর সুতী ১নং ব্লক কংগ্রেসের ডাকে সুতী ১নং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের অফিসের সামনে এক বিরাট বিক্ষোভ সমাবেশ ও গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। ৩৭ দফা দাবীর মধ্যে ১) বন্যাক্লিষ্ট মানুষদের ত্রাণ নিয়ে দলবাজী বন্ধ করা, ২) বন্যায় যাদের বাড়ীঘর ভেঙে গিয়েছে তাদের গৃহ অনুদান দেওয়া এবং অনুদানের পরিমাণ ২ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১০ হাজার ধার্য্য করা, ৩) চাষীদের ঋণ মকুব করা এবং আরো ঋণ দেওয়া। ৪) বন্যায় যে সমস্ত জমিতে বালি পড়ে চাষের অনুপযুক্ত হয়েছে সেই বালি সরিয়ে চাষের উপযোগী করা, ৫) বাঁশলই পাগলা নদীর উভয় পাড়ে বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা, ৬) চকসৈয়দপুর গ্রামের (শেষ পৃষ্ঠায়)

ভায়ের ইটের আঘাতে দাদার মৃত্যু ভাই ফেরার মা গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি থানার বালিয়া গ্রামের রাখহরি দাসকে তাঁর সহদর ভাই অক্ষয় গত ৪ নভেম্বর ইটের আঘাতে হত্যা করেন। জানা যায়, ঘটনার দিন সকালে রাখহরির সজনে গাছের হনুমান তাড়া খেয়ে পাশে ভায়ের বাড়ীর টালের ছাদে পড়লে কয়েকখানা টাল ভেঙে যায়। এই নিয়ে মা বড় ছেলে ও বউ-এর উদ্দেশ্যে গালিগালাজ শুরু করেন। ভাইও উত্তেজিত হয়ে দাদাকে লক্ষ্য করে ইট ছুঁড়লে রাখহরির তলপেটে আঘাত লাগে। ওখানেই তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মারা যান। বেগতিক দেখে অক্ষয় পালিয়ে যান। পুলিশ এসে তাঁদের মা ডোনা দাসকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

লরিসহ ফরাক্কা ব্রীজ থেকে পড়ে গিয়ে তিনজনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১ নভেম্বর গভীর রাতে ফরাক্কা ব্রীজের ৯৯ নম্বর লক গেটের কাছে একটি মালবাহী লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডান দিকের রেলিং ভেঙে গঙ্গায় পড়ে যায়। জানা যায় লরিটি বিহার থেকে মাল নিয়ে মালদার দিকে যাচ্ছিল। লরিতে চারজন আরোহী ছিলেন। এঁদের মধ্যে সামসেরগঞ্জ থানার ভাসাই পাইকর গ্রামের দিলবার সেখ নামে জনৈক ব্যক্তি সাঁতার দিয়ে পারে উঠলেও বাকী তিনজনের সংবাদ লেখা পর্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। পুলিশের অনুমান এদের কেউ বেঁচে নেই। রাতে ব্রীজের প্রায় পোলে আলো জ্বলে না। রাস্তায় বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া ব্রীজের উপর যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণে কর্তব্যরত সি আই এস এফের কাজে ফাঁকিকে দুর্ঘটনার জন্য অনেক অংশে দায়ী করছেন স্থানীয় মানুষ।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের (দাদাঠাকুর) অনবদ্য সৃষ্টি বিদূষক পত্রিকার বাছাই রচনা থেকে সংকলিত
সেরা বিদূষক (১ম ও ২য় খণ্ড)
দাম : প্রতি খণ্ড ৭০.০০, দুই খণ্ড একত্রে ১১০.০০ (ডাক খরচ পৃথক)
প্রাপ্তিস্থান : দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন/রঘুনাথগঞ্জ/মুর্শিদাবাদ। ফোন : এস টি ডি ০৩৪৮৩/৬৬২২৮ (প্রেস)/৬৭২২৮ (বাড়ী)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে কার্তিক বুধবার, ১৪০৭ সাল।

॥ যাহা চলিতেছে ॥

বিষয়টি কাশ্মীর উপত্যকার পরিস্থিতি সংক্রান্ত। গত কারগিল যুদ্ধে পাকিস্তান ভারতের কাছে নাস্তানাবুদ হইয়াছিল। বিষম পরিস্থিতির মধ্য দিয়া ভারতীয় জওয়ানদের বিপুল সংখ্যায় আত্মত্যাগে পাকিস্তানের জঙ্গিপনাকে স্তব্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু 'মরিয়া না মরে.....', অর্থাৎ পাকিস্তান তাহার পথ হইতে নিবৃত্ত হয় নাই। জমানা বদলাইল, নওয়াজ শরিফকে কারান্তরালে প্রেরণ করা হইল; পারভেজ মোশারফ ক্ষমতাসীন হইলেন। ভারত সম্পর্কে তাঁহার জঙ্গীনীতির কমতি দেখা গেল না।

প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর পাকমদতপুষ্ট জঙ্গীবাহিনী ভারতের বিভিন্ন ঘাঁটির উপর চোরাগোপ্তা আক্রমণে তৎপরতা অব্যাহত রাখিল। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের হতাহতের খতিয়ান বাড়িতে থাকিল। জঙ্গীরা যেমনভাবে সম্ভব, ভারতের সামরিক ও অসামরিক লক্ষ্যস্থলে নির্বিচারে আক্রমণ চালাইয়া যাইতেছে। রাষ্ট্রসংঘের গত অধিবেশনে পাক ফৌজি সরকার কোন সুবিধাই করিতে পারে নাই। এখন প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সুবিধামত জায়গা বাছিয়া ভারতের দিকে গোলাগুলি চালান হইতেছে; মাইন পাতিয়া নরহত্যা ঘটান হইতেছে।

সংবাদে জানা যায় যে, ভারত বা পাকিস্তানকে বর্তমানে পরমাণু অস্ত্র নষ্ট করিতে রাজী করান সম্ভব হইবে না বলিয়া আমেরিকা মত প্রকাশ করিয়াছে। উভয় দেশই পরমাণু অস্ত্রবাহী ক্ষেপণাস্ত্র তৈয়ারী করিয়া চলিয়াছে। আমেরিকা পাকিস্তানকে কোনওভাবে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। ভারত পাকিস্তানের নিকট হইতে ইতিবাচক ইঙ্গিত পাইলে বিরোধ-মীমাংসায় নিঃসর্ত আলোচনায় বসিতে পারে, তাহা বহুপূর্বে জানাইলেও পাকিস্তান কাশ্মীর ইস্যুকে জড়াইয়া রাখার জন্য সব সম্ভাবনা দূর হইয়া যায়। পাক-ভারত বিরোধের অবসানে প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছার। তবে তাহা একতরফা হইতে পারে না। সম্প্রতি মার্কিন বিদেশ দপ্তরের সহকারী সচিব নাকি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমেরিকা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর বিষয়ে বিরোধের মীমাংসায় মধ্যস্থতা করিবার ইচ্ছা পোষণ করে না; তবে প্রয়োজনবোধে দুই দেশের সরকারকে সাহায্য করিতে পারে।

পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র চীন ভারতের উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ। আমেরিকা চীনের পরমাণু অস্ত্রসংক্রান্ত দ্রুত অগ্রগতিতে তুষ্ট নয়। তাই সে দক্ষিণ এশিয়াঞ্চলের উপর এখন গুরুত্ব দিতে আরম্ভ করিতেছে। তাহার আশু লক্ষ্য বিরোধ মীমাংসায় ভারত ও পাকিস্তান পুনরায় আলোচনার টেবিলে বসুক। কিন্তু পাকিস্তান কাশ্মীর ছাড়া আলোচনায় রাজী হইবে না; ভারত কাশ্মীর প্রসঙ্গ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যাইতে দিবে না। ইহার ভিত্তিতে আমেরিকা তাহার রাজনৈতিক বুদ্ধি-বিবেচনা কীভাবে প্রয়োগ করিয়া সমস্যার সমাধানের পথ সৃষ্টি করে, তাহা দেখিতে হইবে। তবে অর্থনৈতিক চাপ উভয় দেশের উপর ফেলিয়া কতটুকু কার্যোদ্ধার করা যায়, আমেরিকা সেইভাবে অগ্রসর হইতে পারে। সেই অবস্থায় ভারতের অনমনীয় ভূমিকা কাশ্মীরের স্বার্থে তথা ভারতের স্বার্থে রক্ষিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, ইহাও ভারত অবশ্যই ভাবিবে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

প্রাথমিক স্কুল বাড়ীর ছাদে পুরকর্মীর জলের ট্যাঙ্কি প্রসঙ্গে

আপনার প্রকাশিত "জঙ্গীপুর সংবাদ" সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে ১লা নভেম্বর, ২০০০ আমার সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমি একজন পুরকর্মী। আমার সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ যে, আমার বাড়ীর বিশাল জল ট্যাঙ্কি নিজের ছাদে না তৈরী করে, ছাদের লোড কমাতে পার্শ্ববর্তী ভিক্টোরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদে নির্মাণ করেছি। এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন সংবাদ। আমি কোন জলট্যাঙ্কি নির্মাণ করিনি। মাত্র ৫০০ লিটারের সিনথেটিক জার আমার নিজস্ব ছাদে রাখা আছে। আরো প্রকাশিত যে, জঙ্গীপুর বরোজ এলাকায় বেশ কিছু নীচু জমি জঞ্জাল ভরাট করে টাকার বিনিময়ে নিজের বন্দোবস্ত করেছি। এটাও সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণিত সংবাদ। আপনার অবগতিতে জানায় প্রায় ১০ বছর যাবত রঘুনাথগঞ্জ শহরে জঞ্জাল সরানোর কাজ করতাম। জঙ্গীপুর পারে আমি কাজ করিনি। আর কোন জায়গা নিজের বন্দোবস্ত করার অধিকার আমার নেই। লিজ দেবার একমাত্র অধিকার পৌর কর্তৃপক্ষের।

বিনীত—

জঙ্গিপুর দিলীপ সরকার

ভিক্ষাং দেহি

রচনা : দাদাঠাকুর

মনুষ্যের জীবন ধারণের জন্য যত প্রকার বৃত্তি আছে তার মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বৃত্তি "ভিক্ষা"। আজ শ্রাবণের প্লাবন-পীড়িত অঞ্চলের অধিবাসীগণের অধিকাংশেরই এই বৃত্তি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। যাহারা গৃহস্থ, দু' দশ বিঘা জমি-জমা নিয়ে কারো দ্বারস্থ না হ'য়ে নিজেদের শ্রমলব্ধ শস্যের দ্বারা দিনপাত করে, তাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফল ধান ও পাট আজ তাদের চোখের সামনে বন্যার অতল তলে ইঞ্চি ইঞ্চি করে ডুবে গেল। তারা সপরিবারে চোখের জলে বন্যার জল বৃদ্ধি করলো বই কমাতে পারলো না।

অন্যান্য দেশ, অন্যান্য জেলার খবর সংবাদপত্রে সকলেই পাঠ করে অনুমান করছেন, কিন্তু সচক্ষে যা দেখেছেন তাতে মনে হয় যে প্রকৃতি দেবী যেন তাঁর প্রলয় মূর্ত্তি ধারণ ক'রে এই পৃথিবী ধ্বংসের জন্য ভয়ঙ্করী এই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছেন।

যারা পরের দোরে খেটে খায় তাদের কথা মনে করলে বুক ফেটে যায়। এক পয়সা ধার কেউ তাদের এ সময়ে দিতে সাহস করেনা, কারণ আদায় হবে না বলে। যে সব গৃহস্থের ঘরে তারা খাটে, খাটনির উপর দাদন নিয়ে এই দুঃসময়ে অর্দ্ধাশনে দিনপাত করে, আজ সেই সব গৃহস্থ বিপন্ন।

ভাগীরথীর উভয় কূলের গ্রামগুলির মধ্যে আজ স্থল লক্ষ্য হয় না। মনে হয় "পৃথিবীতে তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল" একথা একেবারে ভুল। পৃথিবীতে যা স্থল ছিল তাও যেন সব জল হ'য়ে গেছে। ঘর-বাড়ী সব ভেসে গেছে, গরু বাছুর নিয়ে, ছেলেপিলে নিয়ে কোথায় যাবে। প্রথমে ঘরের মধ্যে মাচা ক'রে বাস করতে লাগলো। মনে করলো কয়েক দিনের পর জল নেমে যাবে, তখন তারা আবার দুখ মেহনৎ ক'রে অন্নের যোগাড় করবে। জল দিন দিন বেড়ে উঠলো, অনুমানের চেয়ে ঢের বেশী বেড়ে উঠলো, ঘর তো দূরের কথা গ্রামের সবচেয়ে উঁচু ঘরের মটকাশুদ্ধ ডুবলো তখন তারা যেমন ক'রে হোক কোন উচ্চতর স্থানে মুক্ত আকাশ তলে আশ্রয় নিল। নীচে জল, বিধাতা উপর হতে আরম্ভ করলেন মুষলধারে বৃষ্টি, শুধু কি তাই? যাদের "দিন খাটা দিন খাওয়া" তাদের একটা দানা নেই যে, ক্ষুধায় কাতর শিশু সন্তানগুলির মুখে কিছু দিয়ে পিতামাতার কর্তব্য করে। মা কতদিন খাইনি, স্তন্যে এক ফোঁটা দুধ নাই, দুগ্ধপোষ্য শিশু বারকতক মায়ের বুকের (৩য় পৃষ্ঠায়)

ত্রাণে দলবাজির অভিযোগে বিজেপি ও মহিলা কংগ্রেসের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৩১ অক্টোবর রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকে বিজেপির রঘুনাথগঞ্জ-২ মন্ডলের পক্ষে বিডিও অঞ্জন চক্রবর্তীর কাছে ত্রাণে দলবাজী ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিরুদ্ধে ১৫ দফা দাবীসমেত এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিজেপির অভিযোগ ত্রাণ নিয়ে প্রশাসন সিপিএমের মদতে লক্ষ্মীজোলা গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্লজ্জ দলবাজী করছে। এর আগেও এ ব্যাপারে বিডিওকে সতর্ক করলেও কোনও ফল হয়নি। ঐ পঞ্চায়েতের বীরেন্দ্রনগর, ফ্রেজারনগর, রঘুনাথপুর, ইলিয়াসপুর এবং মহম্মদপুর গ্রামের বহু বন্যার্ত মানুষ খোলা আকাশের নীচে বসবাস করলেও তারা সরকারী ত্রিপল এখন পর্যন্ত পাইনি। ঐ সব গ্রামের মানুষদের ত্রাণের খাদ্যসামগ্রী যাতে লক্ষ্মীজোলা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে না দিয়ে ঐ সব গ্রামের মধ্যস্থলের কোনও জায়গায় বিলির জন্য নির্দিষ্ট করা হয় সে ব্যাপারে বিজেপি দাবী জানায়। না হলে ঐ ত্রাণ সামগ্রীর জন্য মানুষদের প্রতিদিন গঙ্গা পেরোতে হয়। এ ছাড়া ঐ পাঁচটি গ্রামের মানুষ সাধারণ জি আরের ত্রাণ সামগ্রী থেকে বঞ্চিত। ঐ জি আর বিলির তালিকা পঞ্চায়েতের সাধারণ সদস্যদের করবার দাবী জানায় বিজেপি। এ ছাড়া কৃষকদের মিনিকিট বন্টনের তালিকা রঘুনাথগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের দিয়ে না করিয়ে তা পঞ্চায়েত প্রধানদের দিয়ে করাবারও দাবী রাখে বিজেপি। এ ছাড়া তপশীল এলাকার টাকা ঐ জাতিভুক্ত মানুষদের এলাকায় খরচ করার দাবীসমেত ১৫ দফা দাবীর ডেপুটেশন বিডিও গ্রহণ করে তা যথাসম্ভব সমাধান করার আশ্বাস দেন। অন্যদিকে ঐ একই দিন রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের মহিলা কংগ্রেস বিডিও বাসব ব্যানার্জীর কাছেও ত্রাণে দলবাজীর অভিযোগ এনে একটি ১১ দফা দাবী সম্বলিত ডেপুটেশন দেয়। তাদের দাবীগুলির মধ্যে প্রধান ছিল সঠিক বন্যার্তদের মধ্যে ত্রিপল ও জি আর বিলি, খড়খড়ি জলাশয়ের নিকাশী ব্যবস্থা ও সংস্কার করা, রঘুনাথগঞ্জ-সোনাটিকুরীর মধ্যে রাস্তা নির্মাণ, জরুর-লোহাপুর বাদশাহী সড়ক পাকা করা প্রভৃতি।

ভিক্ষাং দেহি (২য় পৃষ্ঠার পর)

শুকনো চামড়া চুষে কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হ'য়ে হয়ত ঘুমিয়ে পড়লো। এ ঘুম ভাঙবে কিনা ভগবানই জানেন। এই অবস্থা আমাদের হতভাগ্য জঙ্গিপুর মহকুমার ভাগীরথীর উভয় কূলের গ্রামে গ্রামে।

মহকুমার কর্তা সাবডিবিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট সরকার হ'তে সাহায্য আনাচ্ছেন। নিজে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা আরম্ভ করেছেন, জমিদারদের অবস্থা "চাচা আপন প্রাণ বাঁচা" গোচের তবুও এস, ডি, ও, মহোদয় ব্যবসাদার, মহাজন ও জমিদারগণের কাছে তাঁদের সাধ্যমত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিবার জন্য কাতর নিবেদন জানাতে ত্রুটি করছেন না। যিনি যাহা সাহায্য করছেন সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্তিস্বীকার রসিদ দিচ্ছেন। তাঁর হাতে যে যা পারেন দিন। নিজেদের ছেলে মেয়েদের মুখগুলি মনে করুন—আর এই সকল সর্বহারাদের কচি কচি মুখগুলি দেখুন। নিজের আহার্য্য হতেও এক মুঠ তুলে দিতে একটুও দ্বিধা করা কঠিন হবে।

ভিক্ষাং দেহি ! ভিক্ষাং দেহি !! ভিক্ষাং দেহি !!!

[জঙ্গিপুর সংবাদ, ২৫ বর্ষ, ১৩৪৫ সাল]

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সব রকমের কার্ড পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬৬২২৮

বন্যার্তদের জন্য জীবনবীমার বিশেষ সুবিধা দান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জীবনবীমা নিগম, রঘুনাথগঞ্জ শাখার শাখা প্রবন্ধক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, মুর্শিদাবাদে সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় বন্যা কবলিত এলাকার মানুষদের জন্য আগামী ১৬ মার্চ '২০০১ পর্যন্ত কতকগুলি বিশেষ সুবিধা দানের ব্যবস্থা করেছেন। প্রথমতঃ চালু বীমার পলিসির প্রিমিয়াম দেবার ক্ষেত্রে আগামী ছয় মাস পর্যন্ত কোন ফাইন দিতে হবে না। দ্বিতীয়তঃ বন্যায় কোনো পলিসি বন্ড বা দলিল নষ্ট হয়ে গেলে বিনা ব্যয়ে ইনডেমনিটি বন্ডের ভিত্তিতে নতুন বন্ড দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বন্যায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের মৃত্যুর পর্যাপ্ত প্রমাণপত্র না থাকলেও জেলা শাসকের সার্টিফিকেটের উপর ভিত্তি করে বীমা সংক্রান্ত সমস্ত দাবী-দাওয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে।

ইলেকট্রিকের কমপিউটার বিল পেয়ে অনেকের মাথায় হাত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুরের ইলেকট্রিক বিল এখন কমপিউটারে তৈরী হচ্ছে। বাসগৃহের ধার্য্য বিল ব্যবসায়ের দরে, নিজের মিটার কেনা আছে অথচ মিটার ভাড়া ধার্য্য, যোগে ভুল ইত্যাদি নানা রকম অসংগতি। যাদের বিল দিতে হয় তাদের মাথায় হাত। কারও পাঁচ গুণ কারও বা পনেরো গুণ বেশী। স্থানীয় আধিকারিকের কাছে গিয়ে কোন সুরাহা হয় না। জেলা আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দেওয়া হয়। না হলে আগে বিল মেটান তারপর দরখাস্ত করুন। পরের বিলে সংশোধন হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণ

সামসেরগঞ্জ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প

ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

সামসেরগঞ্জ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের অঙ্গনওয়ারী কর্মীপদে নিয়োগের জন্য যে লিখিত পরীক্ষা গত ৩০/০৫/৯৯ তারিখ গ্রহণ করা হয়েছিল, সেই পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা আগামী ২১/১১/২০০০, ২২/১১/২০০০, ২৩/১১/২০০০ ও ২৪/১১/২০০০ তারিখে গ্রহণ করা হবে। পরীক্ষা গ্রহণের স্থান সামসেরগঞ্জ বি, ডি, ও অফিস। লিখিত পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের তালিকা সামসেরগঞ্জ বি, ডি, ও অফিসে টাঙ্গানো হয়েছে। সফল প্রার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড ডাকযোগে পাঠানো হয়েছে। কোন সফল প্রার্থী অ্যাডমিট কার্ড না পেলে আগামী ১৭/১১/২০০০ ও ২০/১১/২০০০ তারিখ বেলা ১১টা থেকে ০৪টা পর্যন্ত সামসেরগঞ্জ বি, ডি, ও অফিসে শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের দপ্তরে যোগাযোগ করুন।

পার্থসারথি বসু

০২/১১/২০০০ শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প আধিকারিক

সামসেরগঞ্জ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প

ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ

মেমো নং ২৯/১(১২) এস এস জে আই সি ডি এস

তাং ২/১১/২০০০

গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের রজতজয়ন্তী উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ২৫ বছর পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হলো ৩০ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর মহকুমার বিভিন্ন ব্যাঙ্কে। এই উপলক্ষে গ্রাহক দিবস, ঋণগ্রহীতা এবং আমানত-কারীদের সঙ্গে মত বিনিময় হয়। মহকুমায় জঙ্গিপুর শাখাই একমাত্র ব্যাঙ্কের জন্মলগ্ন থেকে গ্রাহক পরিষেবা দিয়ে আসছে। পরবর্তীকালে আহিরণ, অরঙ্গাবাদ, অর্জুনপুর, মনিগ্রাম, সম্মতিনগর ও বাড়ালায় শাখা খোলা হয়। গত ৪ নভেম্বর জঙ্গিপুর শাখায় রজত জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সারা ভারত গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কর্মচারী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ মুখার্জী। দিলীপবাবু গ্রামীণ ব্যাঙ্কের আকর্ষণীয় সাফল্যের কথা তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শৈলেয়ীরঞ্জন নাথ। ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে ২৫ বছরের ইতিহাস তুলে ধরেন কুণালকান্তি দে এবং আকর্ষণীয় প্রকল্প ও ড্রাফট চালুর কথা উল্লেখ করেন শাখা প্রবন্ধক অঞ্জন সরকার। আমাদের সাগরদীঘির সংবাদদাতা জানাচ্ছেন—ব্যাঙ্কের মনিগ্রাম শাখা গত ১ নভেম্বর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে এক সভা করে। সভায় নরেশচন্দ্র সাহা, সন্দীপ চ্যাটার্জী প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন দান প্রসঙ্গে ব্যাঙ্কের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা বলেন। অবসরপ্রাপ্ত প্রাঃ শিক্ষক কমলারঞ্জন প্রামাণিক বলেন—গ্রামীণ ব্যাঙ্ক যে উদ্দেশ্যে ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৫ সালে চালু করেছিলেন সে উদ্দেশ্য সার্থক হয়নি। প্রকৃত চাষী আজও ঋণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অন্যদিকে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং বিডিও প্রতিনিধি যে সব লোককে ভর্তুকীসহ লোন পাইয়ে দিয়েছেন তার বেশীর ভাগই আদায় হয়নি। ক্ষেত্র আধিকারিক বরুণকুমার সিংহরায় বলেন ২৮ লক্ষ টাকা অনাদায়ী পড়ে থাকায় ঋণ দিতে পদে পদে বাধা আসছে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শাখা প্রবন্ধক তেনুলাল দাস।

সুপারিশ জেলা পুলিশের (১ম পৃষ্ঠার পর)

আই এস আই-এর তৎপরতা এখানে যথেষ্ট ভীতিপ্রদ। বেআইনী অস্ত্র কারখানা, জাল নোট তৈরী ও বাজারে ছড়িয়ে দেওয়ার মতো কাজে বিদেশী গুপ্তচর সংস্থার এজেন্টদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। জেলা পুলিশ সমাহর্তা রাজেশকুমার জানিয়েছেন রাজ্য সরকার তাদের এই প্রস্তাব মেনে নিলে জেলার পুলিশি ব্যবস্থার চিত্র বদলে যাবে। এ বিষয়ে মহকুমা পুলিশ প্রশাসক বিশ্বরূপ ঘোষ জানিয়েছেন এ বিষয়ে সরকারের কাছে প্রস্তাব গেছে। কোনো পাকাপাকি সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি।

কংগ্রেসের বিক্ষোভ সমাবেশ (১ম পৃষ্ঠার পর)

গঙ্গাভাঙন রোধ করা। ৭) কানুপুর-বহুতালী রোডের নির্মাণকার্য ত্বরান্বিত করা প্রভৃতি অন্যতম। বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃত্ব দেন স্থানীয় বিধায়ক মোঃ সোহরাব, ফরাক্কার বিধায়ক মাইনুল হক, সুতী ১নং ব্লক কংগ্রেসের অন্যতম নেতা রামপদ মুখার্জী, সুতী ২নং ব্লক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সেখ নেজামুদ্দিন, জেলা পরিষদ সদস্য ওবাইদুর রহামান প্রমুখ। এর পূর্বে ১ নভেম্বর স্থানীয় বিধায়ক মোঃ সোহরাব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ দপ্তরের ইনভেসটিগেশন সেল-এর ইঞ্জিনিয়রসহ বাঁসলই নদীর বীরভূমের নিম্নাংশ এলাকা পরিদর্শন করেন এবং নদীতে বাঁধ দেওয়া এবং সিধরী, নাদাই, গোপালনগর মৌজায় যে বালি পড়েছে সেটা সরিয়ে চাষোপযোগী করা নিয়ে অলোচনা করেন। এ ব্যাপারে তিনি জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও জেলা শাসকের সঙ্গেও দেখা করেন ও স্মারকলিপি দেন।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✱ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

দোলগোবিন্দ আলিপাত্র সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিরা ম্যানেজার | নবকুমার ভঞ্জ সম্পাদক

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া নন্দী এণ্ড সন্স

(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।